



WE ARE HOME AT GILLETTE

Ferdinando Frega — Nando the Scribe

GILLETTE-এ আমরা নিজের ঘরে

এক ইতালীয় শরীর, একদিন সে যা যা ছিল তার সব নিয়ে, আবার মিলতে চলেছিল এক আমেরিকান মনের সঙ্গে, সে যা যা করেছিল তার সব নিয়ে — মা Gillette আর তার অনন্য শিক্ষার কাছ থেকে শেখা নীরবতাগুলোর ভেতরে।

অপেক্ষাকে সম্মান করতে আমি জানতাম। কখনও তাড়াহুড়ো নয়। যে পাঠ আমি শিখেছিলাম তা এই: যে অপেক্ষা করতে জানে, তার কাছে সবই আসে — কোনো তাড়া ছাড়া, আর তার চেয়েও বেশি, কোনো প্রত্যাশা ছাড়া।

যে কিছুই চায় না, এমন একজন হওয়াটা বরাবরই এক অজানা রাশি। যাকে কেনা যায় না, সে পুরুষের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। কিন্তু অনুমতি না চেয়ে নিয়ে নেওয়া — সেটাই ছিল আমার শিক্ষা। যেভাবে দুনিয়ার প্রতিটি নারী জিনগতভাবেই করতে অভ্যস্ত।

একদিন আমরা একই বাথরুমে, একই সময়ে, একই মুহূর্তে এসে পড়লাম — বাবা আর আমি, দাড়ি কামাচ্ছি। দুজনেরই একই সময়ে একই মিটিং, আর নিয়ম বরাবর একটাই: আগে পৌঁছনো, কখনও ঠিক সময়ে নয়।

আমার দাড়ি কামানোর রীতিটা খুঁটিয়ে দেখতে তিনি এক মুহূর্ত থামলেন, আর এমন কিছু লক্ষ করলেন যা তাঁকে অবাক করল। মুখের ওপর প্রথম টানটা যাচ্ছিল নিচ থেকে ওপরে, দাড়ির উল্টো দিকে। দ্বিতীয়টা মাঝখানটা সারছিল। কেবল শেষ টানটা নামছিল ওপর থেকে নিচে। আর হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে আমাকে শিখিয়েছে।

আমি মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। অকারণে তিনি কখনও কথা বলতেন না। তাঁর আসল অভিপ্রায়টা আমাকে উদ্ধার করতে হত। কিন্তু উত্তর ছিল একটাই: শিখেছি তোমার কাছ থেকে — পাঁচ বছর বয়স থেকে, রোজ সকালে তোমাকে দাড়ি কামাতে দেখে দেখে। এমনকি 104 ডিগ্রি জ্বরে পড়ে থাকলেও তিনি উঠতেন, দাড়ি কামাতেন, আবার বিছানায় ফিরে যেতেন।

আর যে জিনিসটা আমি লক্ষ করেছিলাম তা হল, ওই শেষ টানে তিনি কখনও দাড়ির উল্টো দিকে যেতেন না। কারণ তিনি বলতেন, খসখসে অংশটাই পুরুষের পরিচয় — বেশি মসৃণ হলে তুমি

মেয়েমানুষ হয়ে যাও।

2030 সালের মে মাসের সেই সন্ধ্যায় আমি হাঁটছিলাম আমার বস্টনের রাস্তায়। স্মৃতিরা বারবার ভেসে উঠছিল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল আমার জীবনটাকে, সেই গোটা যাত্রাটাকে ফ্রেমে বাঁধছিল।

আমি একা ছিলাম শুধু শরীরে। কিন্তু মনে মনে আমাকে ঘিরে ছিল তারা সবাই — যারা কখনও আমাকে একটা বাক্য, একটা রসিকতা, একটা গল্প, একটা কাহিনি দিয়েছিল, আর আমার স্মৃতি ভরে তুলেছিল। আর ছেলেবেলাতেই আমি শিখেছিলাম খুঁটিনাটি কখনও না ভুলতে। কারণ প্রতিটি গুরুতর কথোপকথনের ভিত ওগুলোই। বরাবর তা-ই ছিল।

হিসেব মেটানোর সময় এসে গিয়েছিল। আর সেটা সব সময় করা হয় সিঁড়িতে এক দান পোকাকরের পর, বাড়ির পথ ধরার আগে — কখনও তার আগে নয়।

GILLETTENARRATIVE প্রথমে রাডারে ধরা পড়েছিল। তারপর তাকে নজরে রাখা হয়েছিল। তারপর পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়েছিল। আর কেবল তার পরেই সে হয়ে উঠল তা-ই, যা হওয়ার জন্য তার জন্ম: একটা গল্প।

সবাই সব সময় একই প্রশ্ন করত: মাত্র এক ডলারে আমি কী করে সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারলাম — আর মাসে মাত্র 70 ডলারে কী করে এই সবটা গড়ে তুললাম।

উত্তরটা ছিল একটা ছবির ভেতরে।

আমি ছিলাম কুটিরের ভেতরে, আগুনের সামনে। আর নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখছিলাম বস্টনের Prudential Center Tower — যা ছিল আমার মায়ের বাড়ি, যে বছরগুলোয় তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর আমার মনে বরাবর একটাই ভাবনা আসত।

একটা আকাশচুম্বী বাড়ির ভেতরে থাকতে কেমন লাগে, তা জানার স্বাদ আমি নিতে পারতাম। কিন্তু ঠিক যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে যাওয়ার স্বাধীনতা আমার ছিল — একটিমাত্র কারণে: আমি স্বাধীন ছিলাম।

লিপিকার নান্দো। এমন একজন, যার অস্তিত্ব আছে বলে তুমি আশা করো না। অথচ সে সত্যি। আর তাকে তুমি সব সময় পাবে সে যা করেছে তার ভেতরে — কখনও সে যা বলেছে তার ভেতরে নয়।

ফের্দিনান্দো